IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

আড়ালিয়া অঞ্চলের লোকগান ও ছড়া

স্বর্ণা রায়

আদিম কাল থেকেই মানুষ নিজেদের আনন্দে, দুঃখে কাজের মধ্য দিয়ে গানকে প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ করে তুলেছেন□ অরণ্যকুন্তলাবাসী মানুষ যেদিন থেকে নবোন্মেষ শালিনী সৃজনী প্রতিভার জোরে সভ্যতার সোপানে একটু একটু করে পা ফেলেছিল, সভ্যতার সেই সূচনা লগ্ন থেকে গানের সৃষ্টি হয়□তেমনি ভাবে লোকসংস্কৃতির একটি অঙ্গ লোকগান দীর্ঘ দিন আগে থেকেই মানুষের মুখে মুখে সৃষ্টি হয়□ সাধারণত যে সংগীতে লোকের জীবনের হর্ষ, বিষাদ,সার্থকতা, ব্যর্থতার কথা তথা গ্রাম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের জীবনযাত্রা, রীতি-নীতির চিত্র ফুটেওঠে, তাকেই লোকগান বলা হয়□ আড়ালিয়া অঞ্চলেও লোকগানের বিস্তৃতি লক্ষ্য করা যায়□ ছোট থেকে এই এলাকাতেই আমার বেড়ে ওঠা□ ফলত এই অঞ্চলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জনজাতিদের লোকাচারে, বিয়ের অনুষ্ঠানে লোকগানের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়□ বিশেষত বিয়ের অনুষ্ঠানে লোকগানের ধামাইল দেওয়া হয়□ যেমন-

"আমি রব না রব না ঘরে
বন্ধু বিনে প্রাণ বাঁচে না
বন্ধু আমার চিকন কালা
নয়নে লাইগাছে ভালা
বিষম কালা ধইলে ছাড়ে না
না না না গো
বন্ধু বিনে প্রাণ বাঁচে না "

লোকগানের এই ধারাটি আড়ালিয়া অঞ্চলের পাশাপাশি সমস্ত উত্তর পূর্ব ভারতের ছোট্ট পাহাড়ি রাজ্য ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্যবিশ্বকে লোকগানের মধুর স্বরে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করে তুলেছে□ আর এই লোকগান নিয়ে আমার প্রকল্পের বিষয় :"আড়ালিয়া অঞ্চলের লোকগান :একটি সমীক্ষা "

সংস্কৃতির একটি অপরিহার্য উপাদান সংগীত বা গান□ পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে, আর এসব সংস্কৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সংগীত রয়েছে□ সংস্কৃতির উপর এসব সঙ্গীতের বা গানের প্রভাব অত্যন্ত বিস্তর□ সাধারণত লোকগান বলতে বুঝায় গ্রাম বাংলার লোকের জীবনের হর্ষ, বিষাদ, সার্থকতা, ব্যর্থতার কথা তথা গ্রাম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের জীবনযাত্রা, রীতিনীতির চিত্র ফুটে ওঠে, তাকেই লোকগান বলা হয়□ সংগীতের একটি ধারা হল লোকগান□অন্যান্য জাতির মত ভারতেও রয়েছে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ সংস্কৃতি□ লোকগানের আলোচনা কার্যত মানব সমাজ ও সভ্যতার উষালগ্নের দিকে তীর্থযাত্রা□ আর এ যাত্রা শুরু করার আগে ভারতীয় গানের সামগ্রিক রূপটির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে□

ভারতীয় সংগীত বা গান
- অপরিশীলিত
- পরিশীলত মার্গ সংগীত

প্রধানত এই দুভাগেই সংগীতকে বিভক্ত করা হয়েছে। আর তা থেকে ক্রমবিন্যাসে লোকগানের আবির্ভাব।

এই বিভিন্ন ধারাগুলোর মধ্যে স্বভাবত অপরিশীলিত ধারাটিই প্রাচীনতম। এই অপরিশীলিত ধারার উদ্ভব হয়েছিল আদিম সমাজে। আর গানের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে এখান থেকেই শুরু করতে হবে। লোকগানের উৎস সন্ধানে তাই আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে আদিম মানব সমাজে, যেখানে জীবনের প্রয়োজনেই গানের উদ্ভব হয়েছিল একদিন। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে লোকগানের জননী হল আদিম গানগুলি। আদিম মানুষের কাছে গান ছিল জীবনের এক অপরিহার্য, অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই গানের মধ্য দিয়েই তাদের সমস্ত চিন্তা ও অনুভূতির সুসংহত প্রকাশ ঘটেছে। তাদের সমস্ত সীমাবদ্ধতার সমাধান তাঁরা খুঁজে পেয়েছিল এই গানের যাদুকরী প্রভাবের মধ্যে। আদিম মানুষ এই গানের মধ্যে খুঁজে পেয়েছে তার আত্ম বিশ্বাসের হাতিয়ার, জীবন সংগ্রামের প্রেরণা। আর এই আদিম গানই ক্রমে লোকগানের রূপ নিয়েছে।

আদিম গানের এই রূপান্তর ঠিক কোন সময়ের শুরু হয়েছিল তা নিশ্চিত করে বলার কোনো উপায় নেই।আদিম গান ও লোকগানের বিশেষ প্রকৃতিই এর জন্য দায়ী। এর কোনো লিখিত প্রমাণ পাওয়া সম্ভব না। আর ইতিহাসের পথ অনুসরণ করে লোকগানের বিশেষ করে বাংলা লোকগানের ধারাটিকে চিনে নেওয়ার চেষ্টা করা যায়।

ভারতের পূর্বাঞ্চলে আর্যদের ভারতে আগমনের আগে থেকেই দক্ষিণ এশিয়া থেকে আগত আদিবাসী কৌম বাস করতো।এদের জীবন ধারণের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য এবং আরও নানাবিধ কারণের জন্য এ দেশকে একসময় পান্ডব বর্জিত দেশ বলে খানিকটা হেয় করা হত।দীর্ঘকাল ধরে আর্য - ভারত থেকে আলাদা হয়ে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে গড়ে উঠেছে এই অঞ্চলের আদিবাসী সংস্কৃতি ও গানগুলি। এখানকার নদী ও পার্বত্য অঞ্চল এই গানের বিকাশের ও স্বাতন্ত্রের মূলে গতি সঞ্চার করেছে। ফলে এখানেও আর্য অনুপ্রবেশ ঘটেছে, সমাজের চেহারারও পরিবর্তিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে জনজীবনের সংগীত ও রূপ পরিবর্তন করে লোকগানের রূপ লাভ করেছে।

উত্তাপে আর প্রকৃতির উদার জলধারায় যেমন -বীজ থেকে অঙ্কুরের আবির্ভাব হয়, তেমনি লোকগানেরও জন্ম হয় জনসমাজের মধ্যে, কঠিন কঠোর মৃত্তিকায়।ফলে লোকগান স্বভাবতই হয়ে ওঠে জীবনের গান। আদিম গানের মতই লোকগানও মাটির সঙ্গে গভীর মমতার বন্ধনে বাঁধা গ্রামীণ জনসমাজের প্রাত্যহিক জীবনের একটি অপরিহার্য উপাদান।এখানে রচয়িতা বা গায়কের স্বতন্ত্র মর্যাদা কিছু নেই । এই গান বৃহত্তম জনসমাজেরই সম্পত্তি।

লোকগানের প্রকৃতির আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, এগুলি অবশ্যই মুহূর্তের প্রেরণায় মুখে মুখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রচিত। এ ব্যাপারে গ্রামীণ জন সমাজে এক ধরনের 'অশিক্ষিত পটুত্বের'কথা স্বীকার করে নিতেই হয়। যেভাবে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রবাদ - প্রবচন ইত্যাদির জন্ম, লোকগানের জন্মও একইভাবে। আর নিরক্ষর গীত রচয়িতা -গায়কদের মুখে মুখেই এর বিস্তৃতি। পুরুষানুক্রমে স্মৃতির মধ্য দিয়ে বাহিত হয়ে চলেছে লোকগান।

কৃষিভিত্তিক সমাজে সাধারণ মানুষের জীবন অপেক্ষাকৃত সরল বলে, ক্রমে ক্রমে তাদের শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও লোকগানের হতাশার সুর স্বাভাবিক নয়। একথা পৃথিবীর সমস্ত লোকগানের সম্বন্ধেই বলা যেতে পারে। প্রকৃতির বহু ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে না পারা এবং সহায়- সম্বলের অভাব আদিম মানুষকে যাদুবিদ্যায় বিশ্বাসী করে তুলেছিল সত্য, কিন্তু একান্ত দৈব নির্ভরতা বা ইহবিমুখতা আদিম সংগীতের বিষয় নয়। একইভাবে লোকগানেও দেববাদ ও ইহবিমুখতা প্রকৃতি গত নয়। এ জাতীয় যে সমস্ত রচনা আজ আমরা দেখতে পাই তার অধিকাংশই অর্বাচীনকালে কোনো না কোনো বাইরের প্রভাবের ফল। এই কারণেই পন্ডিতদের মধ্যে কেউ কেউ আধ্যাত্মবাদী বাউল সংগীতকে লোকগান রূপে দিতে চাননি।

লোকগানের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। অবশ্য এই বৈশিষ্ট্য যতটা সুর বা গায়নভঙ্গীতে প্রকট,ততটা গীত রচনা বা মনোভঙ্গীর দিক থেকে নয়। সে জন্যই এই আঞ্চলিকতার প্রকাশকে কোথাও সংকীর্ণ গণ্ডিতে বাঁধতে পারেনি।

ভারতীয় লোকগানের ইতিহাস প্রায় ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে লোকগান সম্পর্কে প্রথম জানা যায়। অনেক ঐতিহাসিক ও বিশেষজ্ঞ এমনও মত দেন যে, অখন্ড ভারত সৃষ্টির পূর্ব থেকে এ অঞ্চল গুলোতে লোকগানের নানা ধারা বহমান ছিল।

তাছাড়া লোকগানের সাঙ্গীতিক রূপের প্রসঙ্গটি আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই গীত রচনার কাঠামো সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নিতে হয়। অবশ্য এর অসুবিধাও আছে অনেক। কারণ, রচনাগুলি তো স্বতঃস্ফূর্ত, তাৎক্ষণিক রচনা, যা বাহিত হয়েছে মুখে মুখে। এর লিখিত রূপ আমাদের সামনে এসেছে বহু পরবর্তী কালের সংগ্রাহকদের মাধ্যমে। এছাড়া লোকগানের আরেকটি বিশেষত্ব হলো শব্দ বা শব্দ সমষ্টির পুনরাবৃত্তি। কালের প্রবাহে বিভিন্ন প্রভাবের ফলে এই রচনা রীতিতে কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা গেলেও প্রায় সর্বত্রই মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি অক্ষুন্ন আছে। লোকগানের সুর প্রধানত ত্রিস্বরিক, চাতুঃস্বরিক হয়।চর্যাপদে উল্লেখিত রাগ- রাগিনীগুলির নাম থেকে এর অনুমান আরো দৃঢ় হয়। মাতঙ্গ তার গ্রন্থে বলেছেন যে একস্বর থেকে চার স্বরযুক্ত গানগুলি মার্গ শ্রেণীভুক্ত নয়, তারা দেশি।

পাহাড়ি অঞ্চলে বা পাহাড় ঘেরা অঞ্চলের গানে আজও লক্ষ্য করা যায় লোকগানের বৈশিষ্ট্য। ওই অঞ্চল গুলির দুর্গমতার জন্যই বোধ হয় আদিম গানের এই বৈশিষ্ট্যটি রক্ষা পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আসাম, নাগাল্যান্ড, মেঘালয় ইত্যাদি অঞ্চল এবং ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগণা ইত্যাদি অঞ্চলের লোকগানের সুরের কথা বলা যেতে পারে। অসমের লোকগানের সুরের মূল ভিত্তি হল 'বিহু 'গানের সুর। ছোটনাগপুর অঞ্চলে চার স্বরের সুরও দুর্লক্ষ্য নয়।কিন্তু নদী ও সমতল ভূমির সুর তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারেনি। আজকে বাংলা লোকগানের সাতটি শুদ্ধ স্বর ও পাঁচটি বিকৃত স্বর অবাধে ব্যবহৃত হচ্ছে। স্পষ্টই বুঝা যায় যে, লোকগানের সুরের এই সম্পূর্ণটা মার্গসঙ্গীতের প্রভাবজাত।

বাংলার লোকগানের একটি উল্লেখযোগ্য শাখা হলো 'ভাটিয়াল '।বাংলাদেশের সমস্ত লোকগানের সুরে ভাটিয়াল সুরের প্রভাব উপেক্ষা করার মতো নয়। ভাটিয়ালি বাংলাদেশের ভাটি অঞ্চলের জনপ্রিয় গান। বিশেষ করে নদ - নদী পূর্ণ ময়মনসিংহ অঞ্চলের ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর-পূর্ব দিকের অঞ্চল গুলোতেই ভাটিয়ালি গানের মূল সৃষ্টি,চর্চাস্থল এবং সেখানে এ গানের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। বাউলদের মতে ভাটিয়ালি গান হল তাদের প্রকৃতি তত্ত্ব ভাগের গান। ভাটিয়ালি গানের মূল বৈশিষ্ট্য হলো এ গান গুলি রচিত হয় মূলত মাঝি, নৌকা, দাড়, গুণ ইত্যাদি বিষয়ে। সাথে থাকে গ্রামীন জীবন, গ্রামীণ নারীর প্রেম প্রীতি, ভালোবাসা, বিরহ, আকুলতা ইত্যাদির সম্মেলন। যেমন -

" আষাঢ় মাসে ভাষা পানি
পূবালি বাতাসে,
বাদাম দেইখ্যা চাইয়া থাকি
আমার নি কেউ আসে"।

বাংলার গ্রামীণ -লোকজীবন ও সংস্কৃতির সাথে যারা কম বেশি পরিচিত, 'বাউল 'শব্দটি শুনলেই তাদের মানস চোখে ভেসে উঠে সাদা অথবা গেরুয়া কাপড়ে একতারা হাতে গান গেয়ে চলা কোন ব্যক্তির ছবি । বাউল বললেই মনে হয় নির্লিপ্ত আত্মমগ্ন কোন সাধকের কথা যে কিনা বসে আছে কোন এক পরমাত্মার সাথে মিলনের অপেক্ষায়। যে জানেনা 'মিলন হবে কত দিনে ' তার মনের মানুষের সনে :যার সমগ্র জীবনের একমাত্র প্রার্থনা 'পার করো হে দয়াল চাঁদ আমারে ' এই বাউলদের রুপ বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন -

" দেখেছি একতারা -হাতে চলেছে গানের ধানা
বেয়ে
মনের মানুষের সন্ধান করবার
গভীর নির্জন পথে। "

বাউল গানকে কেউ কেউ আধ্যাত্মবাদী একটি বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের গান বলতে চেয়েছেন। তাই যদি হয় তাহলে বাউলগানের আর লোকগানের চরিত্র থাকে না।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের ছোট্ট পাহাড়ি রাজ্য ত্রিপুরা। এই ত্রিপুরা রাজ্যের তিন দিকে বাংলাদেশ ও অপর দুই প্রান্তে আসাম ও মিজোরাম। ফলে এখানে মিশ্র লোকসংস্কৃতি পরিলক্ষিত হয়। ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলা থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আড়ালিয়া অঞ্চলটি। এখানেও মিশ্র লোকসংস্কৃতি লক্ষ্য করা যায়।বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিশেষত বিয়ের অনুষ্ঠানে লোকসংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ লোকগান অনুষ্ঠিত হয় । এ অঞ্চলের বয়স্ক ও তরুণরা সকলে মিলে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। বিয়ের পানখিলি থেকে শুরু করে বিদায় অনুষ্ঠান পর্যন্ত তারা বিভিন্ন গান গেয়ে থাকেন। আর নিম্নে এই গানগুলি বিষদভাবে আলোচনা করা হল_

বিদ্ধির বাবার গান/ ধান ভাঙার গান

রানী কৌশল্যায় বলে -ছোট্ট রামের বিদ্ধির বারা সকলে,
পঞ্চঘরে পঞ্চ আঁয়ো আইয়ো সকলে
বিদ্ধির বারা বান্দিতে।
তেল সিন্দুর অগ্র করি দিল ঢেঁকির বদনে
আয় গো তোরা গ্রামবাসীরা বারা বান্দিতে।
পঞ্চবাতি জ্বেলে দিল ঢেঁকির সাক্ষাতে
পান -তেল এনে দিল ঢেঁকির সাক্ষাতে
আয়গো তোরা বারা বান্দিতে।

নাম-প্রতিভা রায়
বয়স-৩৫
পেশা-গৃহবধূ
বাড়ির ঠিকানা -আড়ালিয়া শান্তি পাড়া।

সোন্দা তোলার গান

আকাশে উলে তারা সোন্দা তোলে কানন বালা
তোলে সোন্দা অধিবাসের রাতে।
সোন্দা তুলতে কি কি লাগে- রামচন্দ্রের
মা লাগে আর লাগে বাঁশের কুলা
আর লাগে কোয়ারিয়ার বাতি
আর লাগে বাঁশের চালইন,কাডাইল-কোদাল
আর লাগে পান সিন্দুর।

নাম-সীমা নাথ
বয়স-৪৫
পেশা- গৃহ বধূ
বাড়ির ঠিকানা -আড়ালিয়া ঘোষ পাড়া।

জল আনার গান

জলে গিয়াছিলাম সই
কালা কাজলের পাখি দেইখা আইলাম কই□□
সোনারও পিঞ্জরা সইগো,রুপারও টাঙ্গুলি
আবেরা চান্দুয়া দিয়া পিঞ্জরা ঢাকুনি□□
পালিতে পালিসলাম পাখি দুধ কলা দিয়া□□
এগো যাইবার কালে বেঈমান পাখি না চাইল ফিরিয়া□
ভাইবে রাধারমণ বলে পাখি রইলো কই□
এগো আইনা দে মোর প্রাণ পাখি পিঞ্জরাতে থুই□□

নাম- ছবি রানি সাহা
বয়স-৫৪
পেশা-গৃহবধূ
বাড়ির ঠিকানা -আড়ালিয়া শর্মা পাড়া□

আবহমান কাল ধরে বিশ্বের নানা দেশে নানান সংস্কৃতিতে মা হওয়া আর নবজাতককে ঘিরে পালিত হয়ে আসছে নানা ব্রত, নানা আচার- অনুষ্ঠান, গান ও ছড়া□ বিশ্বায়নের এই যুগে এসে আমরা বৈচিত্র্যময় নানান সংস্কৃতি থেকে মানব জন্মের এই চিরায়ত সুন্দরের কথা জানতে পারি, শিখতে পারি□ একই সঙ্গে আমরা জেনে নিতে পারি এ বিষয়ে নানা সংস্কার, কুসংস্কার সম্পর্কেও□ নানা আবর্তন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজ আমরা বর্তমান যুগে এসে উপস্থিত হয়েছি□ ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলার কাছাকাছি আড়ালিয়া অঞ্চলটি অবস্থিত□এই অঞ্চলটিতে সমস্ত ধরনের সুযোগ সুবিধা আছে□ এখানকার মানুষরা মন খুলে বাঁচতে জানে,জানে ছোট ছোট বিষয়ে আনন্দ করতে□ বৃদ্ধ থেকে শুরু করে নবীন প্রজন্মও নানা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে□বিশেষ করে বিয়ের গান, মনসার পাঁচালী পড়া,নবজাতকের জন্মকে ঘিরে গান ও ছড়া ইত্যাদি বিষয়ে এই অঞ্চলের মানুষরা আনন্দে উৎসবে মেতে উঠে□ নবজাতককে ঘিরে অনেক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে□ মা শিশুকে ঘুম পাড়ানোর জন্য বিভিন্ন গান ও ছড়া বলে থাকেন□ শুধু মা-ই নয়, ঠাকুমা, পিসি, দাদা, মাসি, প্রায় সবাই নবজাতককে গান ও ছড়া শুনিয়ে ঘুম পাড়ায়, ভাত খাওয়াতে ছড়া বলে ও তাদের সঙ্গে শিশু মিলেমিশে স্বচ্ছন্দে বাস করে□

আড়ালিয়া অঞ্চলের প্রচলিত নবজাতককে ঘিরে কিছু গান ও ছড়া নিম্নে আলোচনা করা হল_
গান

আজ যে শিশু পৃথিবীর আলোয় এসেছে
আমরা তার তরে একটি সাজানো বাগান চাই□□
আজ যে শিশু মায়ের হাসিতে হেসেছে
আমরা চিরদিন সেই হাসি দেখতে চাই
রেল লাইনের পাশে নয় অন্ধকার সিঁড়িতে ও নয়
প্রতিটি শিশু মানুষ হোক আলোর ঝর্ণাধারায়□
শিশুর আনন্দ মেলায় স্বর্গ নেমে আসুক
হাসি আর গানে ভরে যাক সব শিশুর অন্তর
প্রতিটি শিশু ফুলের হোক সবার ভালবাসায়
শিশুর আনন্দমেলায় স্বর্গ নেমে আসুক□

নাম- প্রতিভা দাশ
বয়স- ৩০

পেশা- পরি চালিকা
বাড়ির ঠিকানা -আড়ালিয়া দাশ পাড়া□

ছড়া

ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি মোদের বাড়ি এসো
খাট নাই পালং নাই
আসন পেতে বসো□
বাটা ভরা পান দেবো
গাল ভরে খেয়ো
বিন্নি ধানের খই দেবো আঁচল পেতে নিও
খোকার চোখে ঘুম নাই ঘুম এনে দিও□

নাম- মমতা দাশ
বয়স-৫৫
পেশা- গৃহবধূ
বাড়ির ঠিকানা -আড়ালিয়া শান্তি পাড়া□

উপসংহার

আড়ালিয়া অঞ্চলের মানুষের মুখে বলা লোকগান ও ছড়া সংগ্রহ করে আমি আমার এই প্রকল্পটি অর্থাৎ "আড়ালিয়া অঞ্চলের লোকগান :একটি সমীক্ষা " র উপর একটি সারসংক্ষেপ তৈরি করেছি□ এখানে শুধু গান, ছড়া ও লোকগানের ইতিহাস সারসংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছ□

গ্রন্থপঞ্জি

1. শেখ মকবুল ইসলাম
লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞান তত্ত্ব, পদ্ধতি ও প্রয়োগ□
দেবাশিস ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ□
২০১১

2.জহরলাল দাস
ত্রিপুরার লোকসংস্কৃতি বিষয়ক ও অন্যান্য প্রবন্ধ□

জ্ঞানবীক্ষণ প্রকাশনী□
২০১৭.

3.দুলাল চৌধুরী, পল্লব সেনগুপ্ত
লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ□

কুমকুম মাহিন্দার পুস্তক বিপনি□
২০০৪

4. ড.নির্মল দাশ
লোকসংস্কৃতি :উত্তরাধিকার□
ত্রিপুরা বাণী প্রকাশনী□
২০১৭

5. ড.নির্মলদাশ, রমাপ্রসাদ দত্ত
শতাব্দীর ত্রিপুরা
অক্ষর পাবলিকেশনস্□
২০০৫.